ALVI HOME CARE

 EDITED BY RAKIBUL HASAN (B.Sc & M.Sc MATH)

 K.V.N HIGH SCHOOL (01815418912)

\* সাভাবিক সংখ্যাঃ সকল ধনাত্নক অখন্ড সংখাকে সাভাবিক সংখ্যা বলে । একে N দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

যেমনঃ N={1,2,3,4,5,6,7………..}

\* পূর্ণ সংখ্যাঃ শূন্য সহ সকল ধনাত্নক ও ঋণাত্নক অখন্ড সংখাকে পূর্ণ সংখ্যা বলে। একে Z দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

যেমনঃ Z={-1,-2,-3,-4,-5…0,1,2,3,4,5,6,7..}

\*ভগ্নাংশ সংখ্যাঃ যে সংখ্যাকে  এর ভাগফল আকারে প্রকাশ করা হয় তাকে

 ভগ্নাংশ সংখ্যা বলে। যেখানে p,q পরস্পর সহমৌলিক সংখ্যা এবং q≠1 q≠0 যেমনঃ ,,,

\* মূলদ সংখ্যাঃ যে সংখ্যাকে  এর ভাগফল আকারে প্রকাশ করা হয় তাকে মূলদ সংখ্যা বলে। যেখানে p,q পূর্ণ সংখ্যা এবং q≠0

যেমনঃ =1,=5.5,,, ,

\* বাস্তব সংখ্যাঃ সকল মূলদ অমূলদ সংখ্যাকে বাস্তব সংখ্যা বলা হয়।

একে R দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমনঃ ,1,2,3, ,, =1,=5.5,

\* ধনাত্নক সংখাঃ শূন্য থেকে বড় সকল বাস্তব সংখ্যাকে ধনাত্নক সংখা বলা হয়।যেমনঃ ,1,2,3,

\* ঋণাত্নক সংখ্যাঃ শূন্য থেকে ছোট সকল বাস্তব সংখ্যাকে ঋণাত্নক সংখ্যা বলা হয়। যেমনঃ -1,-2,-3,-4,-5……

\* অঋণাত্নক সংখ্যাঃ শূন্য সহ সকল ধনাত্নক সংখ্যাকে অঋণাত্নক সংখ্যা বলা হয়।

যেমনঃ ,1,2,3, ,0

# দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যাঃ সকল মূলদ অমূলদ সংখ্যাকে দশমিকে প্রকাশ করা হলে তাকে দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যা বলা হয়।

 যেমনঃ =5.5,,,

# মৌলিক সংখ্যাঃ যে সংখ্যাকে ১ এবং ঐ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোন সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায়না তাকে মৌলিক সংখ্যা বলে।

 অথবা, যে সংখ্যার ১ এবং ঐ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোন সাধারণ উৎপাদক না থাকে তাকে মৌলিক সংখ্যা বলে। যেমনঃ ১,২,৩,৫,৭,১১,১৩,১৭..................

# সহমৌলিক সংখ্যাঃ দুই বা ততোধিক সংখ্যার মধ্যে ১ ছাড়া কোন সাধারন উৎপাদক না থাকলে তাদের কে পরস্পর সহমৌলিক সংখ্যা বলা হয়

যেমনঃ ৩, ৫ ও ৫,৬

সেট

# সেটঃ বাস্তব জগত বা চিন্তা জগতের বস্তুর যে কোন সুনির্ধারিত সংগ্রহকে সেট বলে। সেট সাধারণত ক্যপিটাল লেটার দ্বারা প্রকাশ করা হয়

যেমনঃ A={1,2,3}, B={a,b,ক }

1

# সসীম সেটঃ যে সেট কে গননা করে শেষ করা যায় তাকে সসীম সেট বলে।

যেমনঃ A={1,2,3,4,5,6}

# অসীম সেটঃ যে সেট কে গননা করে শেষ করা যায় না তাকে অসীম সেট বলে।

যেমনঃ N={1,2,3,4,5,6,7………..}

# উপসেটঃ যদি AওB দুটি সেট হয় তবে A সেটের সকল উপাদান B সেটে বিদ্যমান থাকে তাহলে A কে বলা হবে B এর উপসেট ।

যেমনঃ A={1,2,3}, B={1,2,3,a,b,

# প্রকৃত উপসেটঃ যদি Aও B দুটি সেট হয় তবে A সেটের সকল উপাদান B সেটে বিদ্যমান থাকে এবং A সেটে অনন্ত একটি উপাদান কম থাকে তাহলে A কে বলা হবে B এর প্রকৃত উপসেট

যেমনঃ A={1,2,3}, B={1,2,3,a,b,ক }

# ফাকা সেটঃ যে সেটের উপাদান সংখ্যা শূন্য তাকে ফাকা সেট বলা হয়।

যেমনঃ A={ }

# সার্বিক সেটঃ কোন আলোচনাধীন সকল সেট যদি একটি নিদ্দিষ্ট সেটের উপসেট হয় তাহলে ঐ নিদ্দিষ্ট সেটটি কে সার্বিক সেট বলা হয়।

যেমনঃ U={1,2,3,a,b,ক }, A={1,2,3} B={a,b,ক }এখানে U হল সার্বিক সেট ।

# সংযোগ সেটঃ দুই বা ততোধিক সেটের সকল উপাদান নিয়ে গঠিত সেট কে বলা হয় সংযোগ সেট।

যেমনঃ যদি A={1,2,3}, B={1,2,3,a,b,ক }হয় সুতরাং AB={1,2,3,a,b,ক }

# ছেদ সেটঃ দুই বা ততোধিক সেটের সাধারণ উপাদান নিয়ে গঠিত সেট কে বলা হয় ছেদ সেট।

যেমনঃ যদি A={1,2,3}, B={1,2,3,a,b,ক }হয় সুতরাং AB={1,2,3}

# নিশ্চেদ সেটঃ যখন দুই বা ততোধিক সেটের মধ্যে সাধারণ উপাদান না থাকে তখন তাদের পরস্পর নিশ্চেদ সেট বলা হয়।

যেমনঃ A={1,2,3}, B={a,b,ক }সুতরাং AB={ }

# শক্তি সেটঃ একটি সেটের সকল উপসেট নিয়ে গঠিত সেট কে ঐ সেটের শক্তি সেট বলে।

# পূরক সেটঃ যদি একটি সেট A সার্বিক সেট U এর উপসেট হয় তবে A এর উপাদান বাদে বাকী সদস্য নিয়ে গঠিত সেট কে A এর পূরক সেট বলা হয়।

# ভেনচিত্রঃসেটের সংযোগ,ছেদ ইত্যাদি কার্যবিধি এবং তাদের জন্য নিদ্দিষ্ট বিধি সমুহ জ্যমিতিক চিত্রে প্রদর্শণ করলে ভেনচিত্র বলে

# অন্বয়ঃ একটি সেটের কোন কোন সদস্যের সংঙ্গে অপর একটি সেটের অথবা একই সেটের কোন কোন সদস্যের সম্পর্ককে অন্বয় বলে।

যেমনঃ R={(1,2),(2,3),(4,5)}

# ডোমেন এবং রেঞ্জঃ যদি S={(1,2),(2,3),(4,5)}একটি অন্বয় হয় তবে S এর ক্রমজোড় গুলোর প্রথম উপাদান নিয়ে গঠিত সেটটিকে ডোমেন এবং দ্বিতীয় উপাদান নিয়ে গঠিত সেটটিকে রেঞ্জ বলে।

সুতরাং ডোম F={1,2,4}এবং রেঞ্জ R={2,3,5}

 # ফাংশনঃ যদি কোন অন্বয়ে একই উপাদান বিশিষ্ট দুইটি ভিন্ন ক্রমজোড় না থাকে, তবে ঐ অন্বয় কে ফাংশন বলে।

যেমনঃ F={(1,2),(2,3),(4,5),(0,0),(-2,4)}

# এক-এক ফাংশনঃ যদি কোন ফাংশনে তার ডোমেনের ভিন্ন ভিন্ন সদস্যের প্রতিচ্ছবি ভিন্ন ভিন্ন হয় তবে ঐ ফাংশন টি কে এক-এক ফাংশন বলা হয়।

2

# সূত্রঃ প্রতিক দ্বারা প্রকাশিত যেকোন সাধারণ নিয়ম কে সূত্র বলে।

# চলঃ যে প্রতীক দ্বারা নিদ্দিষ্ট সেটের যেকোন উপাদান কে বুঝায় তাকে চল বলে।

# ঘাতঃ a কে a এর n তম ঘাত বা শক্তি বলে ।

# উৎপাদক বা গুননীয়কঃ একটি রাশি দ্বারা অপর একটি রাশি নিঃশেষে বিভাজ্য হলে প্রথম রাশি কে ২য় রাশির উৎপাদক বা গুননীয়ক বলে।

# গুনিতকঃ একটি রাশি দ্বারা অপর একটি রাশি নিঃশেষে বিভাজ্য হলে ২য় রাশি কে প্রথম রাশির গুনিতক বলা হয় ।

# সূচকঃ a×a×a×a×a…..(n সংখ্যক a)=a এক্ষেত্রে n কে a এর সূচক বা শক্তি বলে।

# সমীকরনঃ যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ ইত্যাদির এক একাধিক চিহ্নে এবং “=” চিহ্নের সমন্বয়ে গঠিত এক বা একাধিক চলক বিশিষ্ট গানিতিক খোলা বাক্য কে সমীকরণ বলে।

# অভেদঃ সমান চিহ্নের দুই পক্ষে সমান ঘাতবিশিষ্ট দুটি বহুপদী থাকে । চলকের সর্বোচ্চ ঘাতের সংখার চেয়েও অধিক সংখ্যক মানের জন্য অভেদটি সিদ্ধ হবে।

যেমন, (x+1)-(x-1)=4x একটি অভেদ ।

# কোণঃ দুইটি রশ্নির প্রান্ত বিন্দু একটি বিন্দুতে মিলিত হলে কোণ উৎপন্ন হয়।

# সূক্ষকোণঃ যে কোণের পরিমান ০ ডিগ্রি থেকে বড় এবং ৯০ ডিগ্রি থেকে ছোট তাকে সূক্ষকোণ বলে।

# স্খূলকোণঃ যে কোণের পরিমান ৯০ ডিগ্রি থেকে বড় ১৮০ ডিগ্রি থেকে ছোট তাকে স্খূলকোণ বলে।

# সমকোণঃ ৯০ ডিগ্রি পরিমান কোণ কে সমকোণ বলা হয়।

# সরল কোণঃ যে কোণের পরিমান ১৮০ ডিগ্রি তাকে সরল কোণ বলে।

# পূরক কোণঃ দুইটি কোণের পরিমান যদি ৯০ ডিগ্রি হয় তবে তাদের পরস্পর কে পূরক কোণ বলা হয় ।

# সম্পূরক কোণঃ দুইটি কোণের পরিমান যদি ১৮০ ডিগ্রি হয় তবে তাদের পরস্পর কে সম্পূরক কোণ বলা হয়।

# লম্বঃ দুইটি সরল রেখা পরস্পর ৯০ ডিগ্রি কোণে ছেদ করলে তাদের পরস্পর লম্ব বলা হয়।

# ত্রিভুজঃ তিন বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ চিত্র কে ত্রিভুজ বলে

# ত্রিভুজক্ষেত্রঃ তিন বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে ত্রিভুজক্ষেত্র বলে।

# সমবাহু ত্রিভুজঃ যে ত্রিভুজের তিন বাহু সমান তাকে সমবাহু ত্রিভুজ বলে।

# বিসমবাহু ত্রিভুজঃ যে ত্রিভুজের তিনটি বাহু অসমান তাকে বিসমবাহু ত্রিভুজ বলে।

# সমদ্বিবাহু ত্রিভুজঃ যে ত্রিভুজের দুই বাহ সমান তাকে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ বলে।

# সমকোণী ত্রিভুজঃযে ত্রিভুজের একটি কোন সমকোণ তাকে সমকোণী ত্রিভুজ বলে।

অতিভুজঃ সমকোনী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত বাহুকে অতিভুজ বলে।

#সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজঃ যে ত্রিভুজের প্রত্যেকটি কোন সূক্ষকোণ তাকে সূক্ষকোণী ত্রিভুজ বলে।

# স্খূলকোণী ত্রিভুজঃ যে ত্রিভুজের একটি কোন স্খূলকোণ তাকে স্খূলকোণী ত্রিভুজ বলে।

# বৃত্তঃ যদি কোন সমতলে অবস্থিত একটি বক্ররেখার যেকোন বিন্দু , ঐ বক্ররেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী একটি নিদ্দিষ্ট বিন্দু হতে সর্বদা সমদূরবর্তী হয় তবে ঐ বক্ররেখাটি কে বৃত্ত বলা হয়।

# কেন্দ্রঃ বৃত্তের উপরস্ত যেকোন বিন্দু যদি বৃত্তের বক্ররেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী একটি নিদ্দিষ্ট বিন্দুর সমদূরবর্তী হয় তবে ঐ নিদ্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ বলা হয়।

# ব্যাসার্ধঃ বৃত্তের কেন্দ্র হতে বৃত্তের উপর অবস্থিত যে কোন বিন্দুর দূরত্বকে ঐ বৃত্তের ব্যাসাধ বলা হয়।

# জ্যাঃ বৃত্তের উপরস্ত যেকোন দুইটি বিন্দুর সংযোজক রেখাংশকে বৃত্তের একটি জ্যা বলে।

3

# ব্যাসঃ বৃত্তের কোন জ্যা যদি কেন্দ্র দিয়ে যায় তবে জ্যাটিকে বৃত্তের ব্যাস বলা হয়।

# পরিধিঃ বৃত্তের দৈর্ঘকে বৃত্তের পরিধি বলা হয়।

# বৃত্তচাপঃ বৃত্তের বক্ররেখার যে কোন অংশকে বৃত্তচাপ বলা হয়।

# বৃত্তক্ষেত্রঃ কোন বৃত্ত ও তার অভ্যনত্মরের সংযোগ গঠিত সমতলের উপসেটটিকে একটি বৃত্তক্ষেত্র বলা হয়।

# বৃত্তকলাঃ বৃত্তের কোন চাপ এবং চাপের প্রান্তবিন্দুদ্বয় ও কেন্দ্রের সংযোজক রেখাংশ দুইটি দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রটিকে বৃত্তকলা বলা হয়।

# চতুর্ভুজঃ চার বাহু সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র কে চতুর্ভুজ বলে।

#সামান্তরিকঃ যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহু গুলো পরস্পর সমান ও সমান্তরাল তাকে সামান্তরিক বলে।

# আয়তঃ সামান্তরিকের একটি কোণ সমকোণ তাকে আয়ত বলে।

# বর্গঃ যে চতুর্ভুজের সব গুলো বাহু সমান এবং কোণ গুলো সমকোণ তাকে বর্গ বলে।

# রম্বসঃ যে বর্গের বিপরীত কোণ গুলো পরস্পর সমান কিন্তু সমকোণ নয় তাকে রম্বস বলে।

# ট্রাপিজিয়ামঃ যে চতুর্ভুজের কেবল মাত্র দুইটি বাহু সমানত্মরাল তাকে ট্রাপিজিয়াম বলে।

বিঃ দ্রঃ সামানত্মরিক, আয়ত, রম্বস ও বর্গের কর্ণদ্বয় পরস্পর সমদ্বিখন্ডিত করে এবং প্রত্যেক কর্ণ প্রতিটি চিত্রকে দুইটি সর্বসম ত্রিভুজে বিভক্ত করে।

# ত্রিকোণমিতিঃ গনিতের যে শাখায় ত্রিভুজ সংক্রানত্ম বিভিন্ন পরিমাপ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা হয় তাকে ত্রিকোণমিতি বলা হয়।

# অনুপাতঃএকই এককে সমজাতীয় দুইটি রাশির পরিমাণের তুলনা করতে অনুপাত ব্যাবহার করা হয়। অনুপাত একটি সংখ্যা, যা পূর্ণসংখ্যা বা ভগ্নাংশ হতে পারে। দুইটি ধনাত্নক সংখ্যা a ও b এর অনুপাত a:b= ।

# সমানুপাতঃ যদি চারটি রাশি এরুপ হয় যে,প্রথম ও দ্বিতীয় রাশির অনুপাত তৃতীয় ও চতুর্থ রাশির অনুপাতের সমান হয়, তবে ঐ চারটি রাশি নিয়ে একটি সমানুপাত উৎপন্ন হয়।

# ক্রমিক সমানুপাতীঃ a,b,c ক্রমিক সমানুপাতী বলতে বুঝায় a:b=b:c

a,b,c ক্রমিক সমানুপাতী হবে যদি এবং কেবল যদি b=ac হয় ।

ঘনবস্তুঃ যে বস্তুর দৈর্ঘ্য,প্রস্থ ও উচ্চতা আছে তাকে ঘনবস্তু বলা হয়।

ঘনকঃ ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, ,প্রস্থ ও উচ্চতা সমান হলে তাকে ঘনক বলা হয় ।

লেখচিত্রঃ ফাংশন এর চিত্র রুপ কে লেখচিত্র বলা হয় ।

 বীজগাণিতীয় সুত্রাবলী

a2-b2=(a+b)(a-b)

(a+b)2=a2+2ab+b2

(a-b)2= a2-2ab+b2

a2+b2= (a+b)2 -2ab

a2+b2= (a-b)2+2ab

ab= () 2 - () 2

 4ab=(a+b)2-(a-b)2

4

(a+b)2= (a-b)2+4ab

 (a-b)2=(a+b)2-4ab

(a+b+c)2= a2+b2+c2+2ab+2bc+2ca

a2+b2+c2= (a+b+c)2 -2(ab+bc+ca)

2(ab+bc+ca)= (a+b+c)2-(a2+b2+c2)

(a+b)3=a3+3a2 b+3ab2+b3

(a+b)3=a3+b3+3ab(a+b)

a3+b3= (a+b)3-3ab(a+b)

(a-b)3=a3-3a2b+3ab2-b3

(a-b)3=a3-b3-3ab(a-b)

a3-b3=(a-b)3 +3ab(a-b)

আয়তক্ষেত্রের ক্ষত্রফল = (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ) ব.একক

আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা =২(দৈর্ঘ্য + প্রস্থ) একক

আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য a ও প্রস্থ b হলে,কর্ণের দৈর্ঘ্য = 

কোন ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য a, প্রস্থ b এবং উচ্চতা c হলে এর

ক্ষেত্রফল =2(ab+bc+ca) ব .একক

কর্ণের দৈর্ঘ্য = +c2 একক

আয়তন = abc ঘন একক

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল= × ভুমি ×উচ্চতা

দৈর্ঘ্য পরিমাপের এককাবলিঃ

**তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের মেট্রিক এককাবলিঃ**

১০ মিলিমিটার (মি.লি) = ১ সেন্টিলিটার (সে.লি)

১০ মিলিমিটার = ডেসিলিটার (ডেসি.লি)

১০ মিলিমিটার = ১ লিটার (লি)

১০ লিটার = ১ ডেকালিটার (ডেকা.লি)

১০ ডেকালিটার = ১ হেক্টোলিটার (হে.লি)

১০ হেক্টোলিটার = ১ কিলোলিটার (কি.লি)

১ লিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন = ১ কিলোগ্রাম

 ক্ষেত্রফল পরিমাপে মেট্রিক এককাবলিঃ

১০০ বর্গসেন্টিমিটার (ব.সে.মি) = ১ বর্গডেসিমিটার (ব.ডেসি।মি.)

১০০ বর্গডেসিমিটার = ১ বর্গমিটার (ব.মি)

১০০ = ১ এয়র (বর্গডেকামিটার)

১০০ এয়র (বর্গডেকামিটার) = ১ হেক্টর বা বর্গহেক্টোমিটার

১০০ বর্গহেক্টোমিটার = ১ বর্গকিলোমিটার

\*\* ক্ষেত্রফল পরিমাপে মেট্রিক ও ব্রিটিশ পদ্ধতির সম্পর্কঃ

১ বর্গসেন্টিমিটার = ০.১৬ বর্গইঞ্চি (প্রায়)

১ বর্গমিটার = ১০.৭৬ বর্গফুট (প্রায়)

১ হেক্টর = ২.৪৭ একর (প্রায়)

১ বর্গইঞ্চি = ৬.৪৫ বর্গসেন্টিমিটার (প্রায়)

১ বর্গফুট = ৯২৯ বর্গসেন্টিমিটার (প্রায়)

১ বর্গগজ = ০.৮৪ বর্গমিটার (প্রায়)

১ বর্গমাইল = ৬৪০ একর

ক্ষেত্রফল পরিমাপে মেট্রিক,ব্রিটিশ ও দেশীয় এককাবলির সম্পর্কঃ

১ বর্গহাত = ৩২৪ বর্গইঞ্চি

১ বর্গগজ বা ৪ গণ্ডা = ৯ বর্গফুট = ০.৮৩৬ বর্গমিটার (প্রায়)

১ কাঠা = ৭২০ বর্গফুট ৮০ বর্গগজ = ৬৬.৮৯ বর্গমিটার (প্রায়)

১ বিঘা = ১৬০০ বর্গগজ = ১৩৩৭.৮ বর্গমিটার (প্রায়)

১ একর = ৩ বিঘা ৮ ছটাক = ১০০০ বর্গকড়ি (১০০ কড়ি=৬৬ ফুট

১ বর্গমাইল = ১৯৩৬ বিঘা

১ বর্গমিটার = ৪.৭৮ গণ্ডা(প্রায়) = ০.২৩৯ ছটাক(প্রায়)

১ এয়র = ২৩.৯ ছটাক(প্রায়)

 দৈর্ঘ্য পরিমাপের এককাবলিঃ

 মেট্রিক পদ্ধতি

১০ মিলিমিটার (সে.মি) = ১ সেন্টিমিটার (সে.মি)

১০ সেন্টিমিটার = ১ ডেসিমিটার (ডেসি.মি)

১০ ডেসিমিটার =১ মিটার (মি)

১০ মিটার = ১ ডেকামিটার (ডেকা.মি)

১০ ডেকামিটার = ১ হেক্টোমিটার (হে.মি)

১০ হেক্টোমিটার = ১ কিলোমিটার (কি.মি)

১ মিটার = ১০০ সে.মি.

১ কি.মি =১০০০ মি.

 ব্রিটিশ পদ্ধতি

১২ ইঞ্চি = ১ ফুট

৩ ফুট = ১ গজ

১৭৬০ গজ = ১ মাইল

৬০৮০ ফুট = ১ নটিকেল মাইল

৮ ফার্লং = ১ মাইল

 মেট্রিক ও ব্রিটিশ পরিমাপের সম্পর্কঃ

১ ইঞ্চি = ২.৫৪ সে.মি (প্রায়)

১ গজ = ০.৯১৪৪ মি (প্রায়)

১ মাইল = ১.৬১ কি.মি (প্রায়)

১ মিটার = ৩৯.৩৭ ইঞ্চি (প্রায়)

১ কি.মি = ০.৬২ মাইল (প্রায়)

৩। ওজন পরিমাপের মেট্রিক এককাবলিঃ

১০ মিলিগ্রাম (মি.গ্রা) = ১ সেন্টিগ্রাম (সে.গ্রা)

১০ সেন্টিগ্রাম = ১ ডেসিগ্রাম

১০ ডেসিগ্রাম = ১ গ্রাম

১০ গ্রাম = ১ ডেকাগ্রাম

১০ ডেকাগ্রাম = ১ হেক্টোগ্রাম

১০ হেক্টোগ্রাম = ১ কিলোগ্রাম

১ কিলোগ্রাম বা ১ কে.জি = ১০০০ গ্রাম

১০০ কিলোগ্রাম = ১ কুইন্টাল

১০০০ কিলোগ্রাম = ১ মেট্রিক টন

5

 মেট্রিক পদ্ধত